দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 29 SEP 1995 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা

শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান অগ্রগতি বজায় থাকলে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত হবে ঃ প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার ঃ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, তাঁর সরকার প্রথম থেকেই শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়ে আসছে এবং এর সুফল হিসাবে দেশে শিক্ষার হার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষার সুযোগ ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে, শিক্ষা

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান অগ্রগতি বজায় থাকলে সবার জন্য শিক্ষা

ক্ষেত্রে অগ্রগতির এই ধারা অব্যাহত থাকলে তাঁর সরকার দু'হাজার সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে পারবেন।

প্রধানমন্ত্রী বৃহস্পতিবার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত ১৯৯৫ সালের এসএসসি এবং দাখিল পরীক্ষার কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন। ১৯৯৫ সালে অনুষ্ঠিত ৫টি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট ও দাখিল পরীক্ষায় মেধা তালিকাভুক্ত ১৩৭ জন ছাত্রীসহ ৪৯৫ জন কৃতী ছাত্রছাত্রীকে সংবর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব এম ইরশাদুল হক বক্তব্য রাখেন। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবর্গ, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভাইস চ্যান্সেলরবৃন্দ, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণ এবং কৃতী ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকবৃন্দ বর্ণাঢ্য এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

এবারের এসএসসি পরীক্ষায় কৃতিত্ব অর্জনকারী ছাত্রছাত্রীদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, কৃতী ছাত্রছাত্রীরা আমাদের দেশের গৌরব। একই সঙ্গে তারা অন্য ছাত্রছাত্রীদের জন্য নতুন প্রেরণার উৎস। আজকের কৃতী ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের নিষ্ঠা ও মেধার ক্রমাগত চর্চার মাধ্যমে একদিন জাতির মুখ উজ্জ্বল করবে। দেশ, জনগণ ও মানব জাতির কল্যাণে তারা মৌলিক অবদান রাখবে– এ বিশ্বাস আমার আছে।

তিনি বলেন, জ্ঞান–বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ ছাড়া জাতীয় অগ্রগতি সম্ভব নয়। আজকের পৃথিবী এসব ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য আমাদের প্রভূত জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তিনি বলেন, আমাদের মেধাবী কৃতী সন্তানদের এমনভাবে তৈরি করতে হবে, যাতে তারা পৃথিবীর যেকোন উন্নত দেশের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে যেতে পারে। শুধু জ্ঞান–বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি ক্ষেত্রেই নয়, শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য।

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, শিক্ষার একটি উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য থাকে। সেটা হচ্ছে ব্যক্তির বিকাশ, সক্ষমতার সম্প্রসারণ, সমাজের সংস্কার এবং দেশের উন্নয়ন। পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে আমাদের তাল মিলিয়ে চলতে হবে। গ্রহণ, উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করতে হবে আধুনিক ও লাগসই প্রযুক্তির। এর জন্য প্রয়োজন মেধার বিকাশ ও প্রতিপালন।

শিক্ষার দ্রুত বিস্তার, নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর করা, নারী শিক্ষা এবং শিক্ষার মানোন্নয়নের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, সেজন্যই আমরা প্রথম থেকেই শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছি। আমরা জাতীয় বাজেটে শিক্ষা-খাতে সবচেয়ে বেশী বরাদ্দ দিয়ে আসছি। তার সুফলও পাওয়া যাচ্ছে। দেশে শিক্ষার হার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষার সুযোগও ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। এই ধারা অব্যাহত থাকলে আমরা দু'হাজার সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে পারব, ইনশাআল্লাহ।

অনুষ্ঠানে যোগদানকারী কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তোমাদের কাছে জাতির প্রত্যাশা অনেক। আগামী দিনে আমরা যখন থাকব না, তখন দেশ পরিচালনার দায়িত্ব তোমাদেরই গ্রহণ করতে হবে। আধুনিক জ্ঞান–বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আয়ত্ত করার জন্য কৃতী ছাত্রছাত্রীদেরকে আহবান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাহলেই তোমরা আগামী শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, মেধা, পরিশ্রম ও অনুশীলনের মাধ্যমে তোমরা সাফল্যের যে স্বাক্ষর রেখেছ, আমি আশা করি, তোমরা সাফল্যের সে ধারা ভবিষ্যতেও অব্যাহত রাখবে; জ্ঞান অর্জনে অবিরাম সাধনা করবে, যেন একদিন দেশের মেধাবী নাগরিক হিসাবে বিশ্বময় তোমাদের নাম উচ্চারিত হয়। তোমাদের সাধনার গুণে যেন একদিন সারা বিশ্বে তোমরা মর্যাদার আসন লাভ করতে পার।

কৃতী ছাত্রছাত্রীগণকে তাদের মেধা ও জ্ঞান জীবনের বাস্তব প্রয়োজনে লাগানোর আহবান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, মেধাই যেন শুধু পরীক্ষা পাস আর সার্টিফিকেট অর্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে। আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তোমরা যাতে শিক্ষাকে সমাজের উন্নয়নের জন্য, মানুষের কল্যাণের জন্য কাজে লাগাতে পার। ন্যায়, সত্য ও সুন্দরের অন্বেষা হোক তোমাদের জীবনের আদর্শ।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সম্পদের সীমাবদ্ধতা থাকলেও দেশে বিশাল জনগোষ্ঠী রয়েছে। এই জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে সকলকে এক-যোগে কাজ করতে হবে। আর তার জন্য দরকার শিক্ষা। তিনি বলেন, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার উপরও আমাদের জোর দিতে হবে। এ ধরনের শিক্ষায় সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে দেশের সকল মানুষকে। কেননা, একথা প্রমাণিত যে, যে জাতি শিক্ষিত তারা কখনো দরিদ্র থাকে না।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির দায়িত্ব সবার। শিক্ষাঙ্গনে শান্তি এবং নিয়মিত পাঠদানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। আমাদের সচেতন থাকতে হবে; যাতে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ধারা-বাহিকতা একদিনের জন্যও বিঘ্নিত না হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ৪টি শিক্ষাবোর্ড ও দাখিল পরীক্ষার কৃতী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সনদপত্র এবং উপহার বিতরণ করেন।

শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার তাঁর বক্তৃতায় বলেন, বর্তমান সরকার শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস দূর করতে বদ্ধপরিকর। বর্তমান সরকার শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন। এজন্য শিক্ষাঙ্গনে চলতি ১৯৯৫–৯৬ অর্থবছরে বাজেটে মোট ১৮৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছেন যা অতীতে কোন-দিন দেয়া হয়নি। তিনি জানান যে, ২৮০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে উন্নয়নের জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

শিক্ষা সচিব এম ইরশাদুল হক তার স্বাগত ভাষণে বলেন, দেশের কৃতী ছাত্রছাত্রীদের জাতীয় ভিত্তিতে মেধার স্বীকৃতি প্রদানই এ ধরনের সংবর্ধনা আয়োজনের লক্ষ্য। শিক্ষা সচিব জানান যে, শিক্ষাকে গণমুখী করার জন্য বর্তমান সরকার অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

শিক্ষার গুণগত মান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মানোন্নয়নের পাশা-পাশি শিক্ষকদের চাকরির মানোন্নয়নের জন্যও সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে একটি পৃথক পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন করা হবে।

পাবলিক পরীক্ষা দুর্নীতিমুক্ত এবং পরীক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা হবে। কলেজ শিক্ষকদের উন্নততর প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য ৪টি শিক্ষা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হবে। দেশের ২৩ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কৃষি শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়েছে। আগামী বছর থেকে এস-এসসি ও এইচএসসি পর্যায়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষা কোর্স চালু করা হবে। তিনি জানান যে, আগামী এক বছরের মধ্যে সেশনজট সম্পূর্ণ দূর করা সম্ভব হবে।